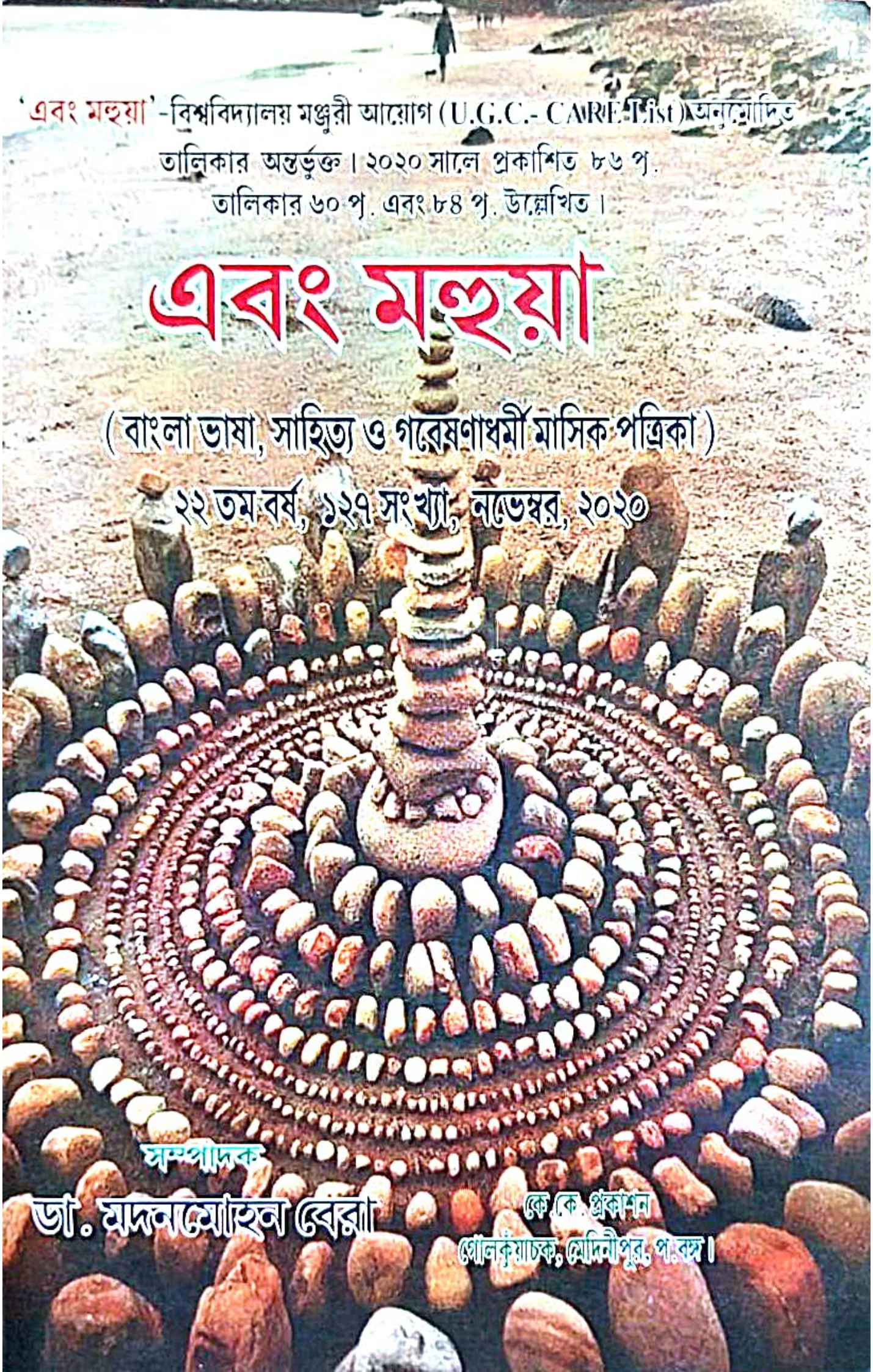

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা
নভেম্বর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৪৯.নাট্য রূপান্তরণে চর্যাপদ ও তার পর্যালোচনা
:: সুজিত দাস.....৩৫১
৫০.মনঃসমীক্ষণ,নির্জ্ঞান এবং স্বপ্নদর্শী রবীন্দ্রগান
:: ঋতিকা সরকার.....৩৫৬
৫১.বিংশশতাব্দীতে বাঁকুড়াজেলার শিক্ষাপ্রসারে ব্যক্তিওপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
:: ড. সুমন্ত মন্ডল.....৩৬৩
৫২.বাংলাকবিতার পালাবদলের একব্যতিক্রমী কবিচারণ কবিবৈদ্যনাথ
:: ড. পীযূষকান্তি হালদার.....৩৬৯
৫৩.শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' : সমাজ ভাবনার আলোকে
:: ড. আশিস অধিকারী.....৩৭৩
৫৪.বিপন্ন সময়ের আধুনিকতা : দেবেশ রায়ের ছোটগল্প
:: ড. নিলয় বক্সী.....৩৮৪
৫৫.অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্প : স্বতন্ত্র ভাবনায় নিম্নবর্গীয় মানুষ
:: ড.আশিস কুমার সাহু.....৩৯২
৫৬.নজরুল ইসলামের পুরাণ-ভাবনায় দেব-দানব প্রতীক
:: ড. অর্পিতা দাস.....৩৯৯
৫৭.শম্ভু মিত্রের 'একটা দৃশ্য' : নৈরাশ্যব্যঞ্জকতায় চিহ্নিত
গণনাট্যের ভাঙন, গণতন্ত্রের দুঃসময়
:: ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়.....৪১১
৫৮.বারাঙ্গনাদের জীবনকথা : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য
:: ড. সুধাংশু শেখর মন্ডল.....৪২২
৫৯.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মদর্শন ও তার প্রসঙ্গিকতা
:: ড. ইতি চট্টোপাধ্যায়.....৪৪৪
৬০.অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে পশু ও মানবের অটুট বন্ধন
:: ড. মিঠু রানী মইশ.....৪৫০
৬১.উত্তররামচরিতানুসরণে প্রাকৃতিকসৌন্দর্য
:: ড. জগমোহন আচার্য.....৪৫৫
৬২.শিশুসাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথ : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি
ড. সুব্রতকুমার দে.....৪৬০
৬৩.তাম্রলিপ্ত থেকে তমলুক : একটি উত্তরণের ইতিহাস
:: ড. মধুমিতা মণ্ডল (বেরা).....৪৭৪
৬৪.প্রসঙ্গ : রামমোহনের স্ববিরোধিতা :: ড. নরেন্দ্র নাথ রায়.....৪৮৩
০০লেখক পরিচিতি.....৪৯০
০০০UGC--CARE list.....৪৯৩

উত্তররামচরিতানুসরণে প্রাকৃতিকসৌন্দর্য

ড. জগমোহন আচার্য

প্রকৃতি ঈশ্বরের এক অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া মানবসমাজ অগ্রগতির পথ অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃতির সাথে মানব হৃদয়ের এক গভীর যোগাযোগ, যা মহাকবি কালিদাস থেকে ভবভূতি পর্যন্তও স্বীকার করেছেন। প্রকৃতির সহিত মানব মনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যা প্রকৃতির সাথে মানবকে একই সূত্রে বেঁধে রেখেছে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ সবুজ উদ্ভিদ। মহাকবি কালিদাস তার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে প্রকৃতির এক অকল্পনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য তুলে ধরেছেন। বিশেষতঃ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় প্রকৃতির জড় সত্ত্বা চেতনরূপ ধারণ করেছে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার মর্মবেদনা তাদের মর্মাহত করছে। তার যেন শকুন্তলার আত্মার আত্মীয়। আর উত্তর রামচরিত নাটকে ভবভূতিও প্রকৃতির এমনই এক চিত্র পরিবেশন করেছেন যা রামচন্দ্র ও সীতার অত্যন্ত গভীর সম্পর্কযুক্ত।

প্রথমাঙ্কে নাট্যকার ভবভূতি লক্ষণের মুখে প্রকৃতির এক অপূর্ব সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। গভীরাণ্যে অবস্থিত গুহাগুলি ঝরণার জলের স্পর্শে স্নিগ্ধ ও বনের স্পর্শে নীল রং ধারণ করেছে। আর তারই পাশ দিয়ে প্রবাহিত গোদাবরী নদী যা বৃক্ষশাখার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। গোদাবরীর জল প্রবাহিত হওয়ায় তার কলকল ধ্বনি সমস্ত অরণ্যরাজিকে মধুর সুরে মুখরিত করছে। আর উপরে সুনীল গগনের গাঢ় নীল রঙের আভায় সমস্ত বনরাজি নীলাভ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই লক্ষ্মণ বলেছে—

অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্য পরিণদ্ধগোদাবরীমুখকন্দরঃ সংস্তমভিষ্যন্দমান মেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃপ্রস্রবণো নাম।

(উত্তররামচরিতম্, প্রথমাঙ্ক, পৃ. ২৮)

বনরাজির সৌন্দর্যের পর সরোবরের রমণীয়তা তুলে ধরেছেন। সরোবরে অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। হাঁসেরা পদ্মদন্ডের মধ্য দিয়ে বিচরণ করতে করতে আনন্দে অস্ফুট কণ্ঠে কলনাদ করছে। আর সেই সরোবরের শোভাকে দ্বিগুণ বর্ধিত করে নীলপদ্মের দ্বারা শোভিত স্থানটিকে অপূর্ব লাগছে। তাই রামচন্দ্র বলেছেন—